৮৪

ভোরের কাগজ

তারিখ 10 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ছাত্র বাড়ছে, শিক্ষক নয় ❑ বিজ্ঞানের ছাত্র কমছে

ব্যবস্থাপনা সঙ্কটে মাধ্যমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত

ইব্রাহিম আজাদ : গত ৫ বছরে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও স্কুল এবং শিক্ষকের সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি। এছাড়াও পাঠক্রমে অসামঞ্জস্য, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানামুখি সঙ্কটে মাধ্যমিক শিক্ষায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। সরকারি তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৭১৫টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১ লাখ ৫৬ হাজার ১১৯ জন। শিক্ষক ১ লাখ ২৯ হাজার ৬১৬ জন। ১৯৯৬ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬ লাখ ৫০ হাজার ৩২০ জনে। কিন্তু স্কুলের সংখ্যা মাত্র ১ হাজার ২৯৭টি বৃদ্ধি পেয়ে ১২ হাজার ১২টিতে উন্নীত হয়। একইভাবে শিক্ষকের সংখ্যাও সেভাবে বাড়েনি। ১৯৯৬ সালে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১০ হাজার ৪৪৩ জন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৪০ হাজার ৫৯ জনে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরে সরকারি বেসরকারি স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত সুবিধা ছাড়াই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রায় স্কুলেই প্রতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গড়ে ৮০ থেকে ৯০ জন। নামী স্কুলগুলোতে এ সংখ্যা আরো বেশি। ফলে এ বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পাঠদান করা কোনো শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

ছাত্রছাত্রীদের চাপে ৩১৭টি সরকারি স্কুলে দু'শিফট চালু করেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। বরং এতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থানের সময় এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময়ও কমে গেছে। স্কুলে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

সরকারি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে আরো জানা যায়, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের প্রকট অভাব। তাছাড়া গ্রামের স্কুলগুলোর সঙ্গে শহরের স্কুলগুলোর পড়ালেখার মানেরও বিরাট বৈষম্য রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট শিক্ষক, কোচিং সেন্টার এবং নোট বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে অবকাঠামোগত সমস্যাও প্রকট। বেশির ভাগ স্কুলেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। অনেককে দাঁড়িয়েও ক্লাস নিতে হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বেশির ভাগ বেসরকারি স্কুলে ম্যানিজিং কমিটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিরোধের ফলে স্কুলে শিক্ষার পরিবেশও ব্যাহত হয়। আবার কোনো কোনো স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে যথেষ্ট দুর্নীতি হচ্ছে। আর তা নিরোধের জন্য সে রকম পরীবীক্ষণ ব্যবস্থাও সরকারের নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোর স্কুল পরিদর্শন ব্যবস্থাও জোরদার নয়। প্রায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যানেজিং কমিটির প্রধান বা সদস্যদের সন্তানরা সে সব স্কুলে পড়ে না।

● এরপর– পৃষ্ঠা ২

ব্যবস্থাপনা সঙ্কটে মাধ্যমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত

● প্রথম পাতার পর

ফলে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আন্তরিকও নয়।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই সময়মত পৌছায় না। এতে শিক্ষার্থীদের কোর্স সুস্পূর্ণ করাও দুরূহ হয়ে উঠে। তাছাড়া প্রায়ই পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়। পাঠ্যবইও সাধারণ ছেলেমেয়ের উপযোগী নয়। অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে স্কুল শিক্ষকদের অভিমত।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যান বেইস) এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে নবম দশম শ্রেণীর মোট ৯ লাখ ১০ হাজার ৫৮৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯৭ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর ৪৩ দশমিক ২৭ শতাংশ। এরপর বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমে ১৯৯৪ সালে হয় মোট শিক্ষার্থীর ৩০ দশমিক ৯৮ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে তা হয় ২৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ ১৪ লাখ ১৩ হাজার ২৭১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৬ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের।

এ ব্যাপারে গভর্নমেন্ট ল্যাবরটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মমতাজুর রহমান এবং নীলক্ষেত বেসরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তারা উভয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বিপর্যয় রোধে জরুরি ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংখ্যা ও স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন এ ব্যাপারে স্কুল পরিদর্শন ব্যবস্থার আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।